

সমকাল

বুয়েট থেকে অভিযুক্ত ১৯ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিক্ষার

১১ অক্টোবর ২০১৯ | Updated ১১ অক্টোবর ২০১৯

সমকাল প্রতিবেদক



বৈঠকে উপাচার্যসহ অন্যরা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার মামলায় এজাহারভুক্ত ১৯ শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিক্ষার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম।

শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈঠককালে উপাচার্য এ কথা জানান।

এছাড়াও বুয়েটে সব ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন উপাচার্য। তিনি বলেন, বুয়েটে সাংগঠনিক ছাত্র রাজনীতি থাকবে না। আবরারের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং মামলার খরচ বুয়েট কর্তৃপক্ষ বহন করবে। বিচারকাজ দ্রুত শেষ করতে সরকারকে চিঠি দেওয়া হবে। বুয়েটে র্যাগিং বন্ধ হবে।

উপাচার্য জানান, সরকার আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতে আশৃত করেছে।

বিকেল ৫টার দিকে বুয়েটের অডিটরিয়ামে উপস্থিত হন উপাচার্য। বৈঠক শুরুর আগে আবরার ফাহাদ স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বিকেল থেকেই অডিটোরিয়ামে উপস্থিত হতে শুরু করেন আন্দোলনৰত শিক্ষার্থীৱা। বেলা ৩টার পরই বুয়েটের বিভিন্ন হল ও ক্যাম্পাস থেকে শিক্ষার্থীৱা অডিটোরিয়ামের সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন ভেতরে ঢোকার জন্য। দীর্ঘ লাইন থেকে বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করেন তারা।

বৈঠকে বুয়েটের সব অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক সমিতিৰ নেতৃত্বে উপস্থিত আছেন।

এর আগে সকালে পঞ্চমদিনের মতো অবস্থান নিয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষেপ শুরু করেন শিক্ষার্থীৱা। আন্দোলনকাৰীৱা তখন সাংবাদিকদের জানান, দাবি আদায়ে তারা অনড় থাকবেন। উপাচার্যের কথা আশৃত না হলে সব ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

আন্দোলনেৰ কাৰণে পাঁচদিন ধৰে ক্লাস-পৱৰীক্ষা ও একাডেমিক কাৰ্যক্ৰম বন্ধ রয়েছে বুয়েটে। শিক্ষার্থী আবৰার হত্যাৰ ঘটনায় বৃহস্পতিবার উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলামকে শুক্ৰবাৰ দুপুৰ ২টার মধ্যে শিক্ষার্থীদেৰ মধ্যে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি কৰা ও দাবি মানাৰ আহ্বান জানান আন্দোলনৰত শিক্ষার্থীৱা।

বুয়েটেৰ শহীদ মিনারেৰ সামনে এ আহ্বান জানিয়ে ওইদিন এই সময়েৰ মধ্যে উপাচার্য শিক্ষার্থীদেৰ মধ্যে না এলে বিশ্ববিদ্যালয়েৰ সব গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়াৰ ঘোষণা দেন তারা।

এৰ আগে সোমবাৰ আবৰার হত্যাৰ ঘটনায় ১৯ জনকে আসামি কৰে চক বাজাৰ থানায় মামলা কৰেন তাৰ বাবা বৰকতুল্লাহ।

মামলাৰ এজাহাৰভুক্ত আসামিৰা প্ৰত্যকেই বুয়েটেৰ শিক্ষার্থী ও ছাত্ৰলীগেৰ রাজনীতিৰ সঙ্গে যুক্ত। আসামিৰা হলেন-মেহেন্দী হাসান, সিই বিভাগ (কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ১৩তম ব্যাচ), মুহতাসিম ফুয়াদ (১৪তম ব্যাচ, সিই বিভাগ), অনীক সৱকাৰ (১৫তম ব্যাচ), মেহেন্দী হাসান রবিন (কেমিক্যাল বিভাগ, ১৫তম ব্যাচ), ইফতি মোশারফ হোসেন (বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৬তম ব্যাচ), মনিৰুজ্জামান মনিৰ (পানিসম্পদ বিভাগ, ১৬তম ব্যাচ), মেফতাহুল ইসলাম জিয়েন (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৫তম ব্যাজ, মাজেদুল ইসলাম (এমএমই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), মোজাহিদুল (ইইই বিভাগ, ১৬তম ব্যাচ), তানভীৰ আহমেদ (এমই বিভাগ, ১৬তম ব্যাচ), হোসেন মোহাম্মদ তোহা (এমই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), জিসান (ইইই বিভাগ, ১৬তম ব্যাচ), আকাশ (সিই বিভাগ, ১৬তম ব্যাচ), শামীম বিল্লাহ (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), শাদাত (এমই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), তানীম (সিই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), মোৰ্শেদ (এমই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), মোয়াজ ও মনতাসিৰ আল জেমি (এমআই বিভাগ)।

© সমকাল 2005 - 2019

ভাৱপ্ৰাণ সম্পাদক : মুস্তাফিজ শকি। প্ৰকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ | ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্ৰিস্ট পত্ৰিকা), +৮৮০১৮১৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) | ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com